দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ MAY 1 1999
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৮

66

বুয়েটের আবাসিক হলগুলো জনশূন্য ॥ তদন্ত কমিটির কাজ শুরু

বুয়েট রিপোর্টার ॥ বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট)-এর আবাসিক হলসমূহ এখন জনমানব শূন্য। বিদেশী ছাত্রছাত্রীরাও ইতোমধ্যে হল ত্যাগ করেছেন। বুয়েট কর্তৃপক্ষের গঠিত তদন্ত কমিটি তদন্ত শুরু করেছে।

গত মঙ্গলবার বিকাল তিনটার মধ্যে বুয়েটের ছাত্রছাত্রীদের আবাসিক হল ছাড়ার নির্দেশ দেয়া হলেও বুয়েটে অবস্থানরত বিদেশী ছাত্রছাত্রীদের হল ছাড়ার শেষ সময় ছিল গত বৃহস্পতিবার বিকাল পাঁচটা। তারা বৃহস্পতিবারের মধ্যে হল ছেড়ে গেছেন।

বুয়েট অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণার পর অনেক ছাত্রছাত্রীই তাদের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র হল থেকে সঙ্গে নিয়ে যেতে পারেননি। কিন্তু তারা হল প্রভোস্টদের অনুমতি না পাওয়ায় হলে ঢুকতে পারছেন না। শুক্রবার বুয়েটের আবাসিক হলগুলোতে গিয়ে দেখা যায় হল জনশূন্য। রয়েছে প্রতিহলে দু'জন করে গার্ড। তাদের সাথে আলাপ করে জানা যায়, গত তিন দিনে বেশ কিছু ছাত্র হলে প্রবেশের জন্য এসেছেন। কিন্তু হল প্রভোস্ট প্রবেশের অনুমতি দেননি। হলের কলাপসিবল গেটের চাবিও প্রভোস্টরা নিয়ে গেছেন।

তদন্ত কমিটির প্রধান ও বুয়েটের যন্ত্রকৌশল অনুষদের ডীন

(শেষ পৃষ্ঠা ৪-এর কঃ দেখুন)

বুয়েটের আবাসিক

(প্রথম পাতার পর)

ডঃ অমলেশ চন্দ্র মণ্ডল জনকণ্ঠকে বলেন, তদন্তের জন্য নির্দিষ্ট কোন সময়সীমা নেই। তবে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তদন্তের রিপোর্ট পেশ করা হবে। তিনি বলেন, 'এ তদন্তের জন্য বুয়েটের ছাত্র, গার্ড, কর্মচারী, কর্মকর্তা যে কাউকে ডাকা হতে পারে।

বুয়েট কবে খুলতে পারে এ প্রশ্নের জবাবে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক শিক্ষক বলেন, এটা কেউ বলতে পারবে না। কারণ শিক্ষক সমিতি যে দাবি জানিয়েছে, তা ছাত্রদের কাছে গ্রহণযোগ্য না হলে নতুন ঝামেলা সৃষ্টি হবে। আর শিক্ষক সমিতির দাবি না মানলে শিক্ষকরাও হয়ত ক্লাসে যাবেন না। তাই বুয়েট খোলার ব্যাপারটি অনিশ্চিত।

এদিকে বুয়েটের লেভেল-৪ টার্ম-২-এর ছাত্রছাত্রীরা আগামীকাল রবিবার বুয়েট শহীদ মিনারে মিলিত হয়ে আলাদাভাবে তাদের পরীক্ষা নেয়ার জন্য কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ জানাবে। এ কারণে এ ব্যাচের অধিকাংশ ছাত্রছাত্রী ঢাকায় অবস্থান করছে বলে জানা গেছে।